গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
(জে. এম. শাখা)
www.brahmanbaria.gov.bd

জানুয়ারি, ২০২৫ মাসে অনুষ্ঠিত ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা চোরাচালান নিরোধ টাস্কফোর্স কমিটির মাসিক সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	মোহাম্মদ দিদারুল আলম বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
সভার তারিখ	:	১৫ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রি.
সভার সময়	:	সকাল ১০:১৫ টা
সভার স্থান	:	সম্মেলন কক্ষ, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট - 'ক'

সভাপতি জেলা চোরাচালান নিরোধ টাস্কফোর্স কমিটির উপস্থিত সম্মানিত সদস্যদের স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সর্বশেষ মাসে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী পাঠ করে শোনান। কোনো সংশোধন, সংযোজন বা বিয়োজনের প্রস্তাব না থাকায় বিগত সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক চোরাচালান প্রতিরোধে পরিচালিত ডিসেম্বর, ২০২৪ মাসের কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ও নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়।

ডিসেম্বর, ২০২৪ মাসে পরিচালিত চোরাচালান বিরোধী অভিযানের বিবরণ:

সংস্থার নাম	পরিচালিত অভিযানের সংখ্যা	আটক মামলার সংখ্যা	আটককৃত পণ্যের নাম ও পরিমাণ	আটককৃত ব্যক্তির সংখ্যা	আটক ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট মামলার সংখ্যা	মন্তব্য
১। টাস্কফোর্স	৭৪ টি	৩৯ টি	বাসমতি চাল- ৪৫০ কেজি, চিনি- ২৫০ কেজি, প্লেয়িং কার্ড- ১৯২ পিস, ডাবর আমলা তেল- ১৬২ বোতল, জনশন বেবি লোশন- ৬০৬ পিস, পাওয়ার চকলেট- ১১০ প্যাকেট, নেহা মেহেদী- ১৬০০ পিস, নবরত্ন তেল- ০৮ পিস, গ্রেইপ ওয়াটার- ১৫০ বোতল, বিভিন্ন প্রকার বাঁজি- ৫৪৯৩ পিস, ফুসকা- ১০ প্যাকেট, গাঁজা ও ইয়াবা - সেবন	৩৬ জন	৩৬ টি	-
২। ২৫ বিজিবি, সরাইল	১১৩০ টি	৭৭ টি	ভারতীয় হুইস্কি- ৩৫২ বোতল, গাঁজা- ৪২০.৩ কেজি, ইয়াবা- ১২২৯৩ পিস, এস্কাফ- ২৯২৫ বোতল, ফেন্সিডিল- ১১৬১ বোতল, বিয়ার ক্যান- ০৬ বোতল, ভারতীয় বিভিন্ন প্রকার প্রসাধনী- ৭৭২০১ পিস, মোবাইল ফোনের ডিসপ্লে- ১৬১০০ পিস, ভারতীয় বিভিন্ন প্রকার চকলেট- ২৫৬৫৫ পিস, ভারতীয় বিভিন্ন প্রকার ইনজেকশন, ক্যানুলা, ক্যাপসুল এবং ঔষধ সামগ্রী- ৭৪০৩৫ পিস, ডেন্টাল গার্ড- ৩৭৩২০ পিস, রেড বুল এনার্জি ড্রিংক্স- ১৮ বোতল, ভারতীয় বিস্কুট এবং খাদ্য সামগ্রী- ২৯ প্যাকেট, সিটি গোল্ড চেইন- ১৩৭৯৭৬ পিস, বিভিন্ন প্রকার যানবাহন- ০২ টি, জর্জেট থান কাপড়- ২৫৪৭.২৫ মিটার, থ্রি-পিস- ১০০ পিস, ভারতীয় উন্নতমানের বিভিন্ন প্রকার শাড়ী- ৫২৮ পিস, হাজী রুমাল- ৩২০৩ পিস, উলের শাল- ৮০ পিস, মোবাইল রাখার স্ট্যান্ড স্ট্রেসহ- ০২ কার্টুন, ভারতীয় রুপী- ৬০৫ রুপী,	০১ জন	০১ টি	

			বালু- ১৩০ ফুট, বাংলাদেশী রসুন- ৯৫ কেজি, বাংলাদেশী গাছন্ত শরবত জিনসিন (১০০ এমএল)- ৩৮৪ পিস, মাছ ধরার ফাঁদ- ০২ পিস, বাংলাদেশী নগদ টাকা- ৪৭৮০০/-, মোবাইল ফোন- ১২পিস, ভারতীয় উন্নতমানের বিভিন্ন প্রকার চশমা- ১১৫৮২ পিস, সানগ্লাস- ৮৯৪২ পিস, ভারতীয় Quaker Oats- ৪৬৩ কেজি, ভারতীয় বিভিন্ন প্রকার সিগারেট- ১৩৯৮০০পিস, M-Seal আঠা- ৬১৪০ পিস, ভারতীয় কিসমিস- ৩০০ কেজি, ভারতীয় চিনি- ১৫০ কেজি এবং SH Power Battery- ৯৬,০০০ পিস।			
৩। ৬০ বিজিবি, সুলতানপুর	১৩৬৪ টি	৮২ টি	হুইস্কি ৫৭৪ বোতল, বিয়ার ১৪৫ বোতল, গাঁজা ১০৫.৫ কেজি, ইস্কফ সিরাপ ৮৬ বোতল, ফেন্সিডিল ২৭১ বোতল, ইয়াবা ট্যাবলেট ৪৩১০ পিস, গরু ০৫ টি, চিনি ৮২৮৫ কেজি, বাজি ১৮৫৭০০ পিস, চাউল ৭২৪ কেজি, জিরা ৪৯ কেজি, শাড়ি ৫৪ পিস, শাল চাদর ২২ পিস, ঔষধ ৬৫৫২ পিস, কসমেটিক্স সামগ্রী ২০৪৪ পিস, বিভিন্ন প্রকার ডিসপ্লে ২৪২ পিস, রসুন ৭৯২ কেজি, মোটর সাইকেল ০১ টি	-	-	
৪। জেলা পুলিশ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৭০৫ টি	১০২ টি	গাঁজা- ৪৫০.৩১৪ কেজি, ফেন্সিডিল- ৭৪২ বোতল, ইয়াবা- ১৯৪৭৭ পিস, এস্কাফ- ৩৩৮ বোতল, বিয়ার- ০১ বোতল, হুইস্কি- ১৯৯ বোতল, বিদেশী মদ- ৩১৭ বোতল, ভোটকা-০২ বোতল, বডি লোশন- ১১৭৩৬ পিস, শাড়ী- ১৪৪ পিস, আতশবাজি- ৯৮টি, চকলেট- ২০৬৮৮পিস, চিনি- ১১২ বস্তা, ভারতীয় বিভিন্ন মালামাল- ৫৫২০ পিস	১২২ জন	১০৯ টি	
৫। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	২১৯ টি	১১ টি	গাঁজা- ৬০ কেজি, ইয়াবা- ৮১৫ পিস	১৪ জন	১১ টি	
৬। কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-	-	-	-	-	
৭। আখাউড়া রেলওয়ে থানা	১৬০ টি	০৯ টি	গাঁজা- ১৪.৫০০ কেজি, ফেন্সিডিল- ১৮ বোতল, ইয়াবা- ২০০ পিচ	০৭ জন	-	
বিবেচ্য ডিসেম্বর, ২৪ মাসের মোট =	৩৬৫২ টি	৩২০ টি	-	১৮০ জন	১৫৭ টি	
বিগত নভেম্বর, ২৪ মাসের মোট =	৩৬৪৫ টি	৩৭৫ টি	-	২৫১ জন	১৯২ টি	
হ্রাস/বৃদ্ধি =	**বৃদ্ধি ০৭ টি**	**হ্রাস ৫৫**	-	**হ্রাস ৭১ জন**	**হ্রাস ৩৫ টি**	

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১.	চোরাচালান প্রতিরোধের জন্য স্থল/নৌ পথে অভিযান (PATROL) ও আটক (SEIZURE) মামলা সংক্রান্ত তথ্য পর্যালোচনা: জেলার চোরাচালান প্রতিরোধ কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের নিকট থেকে প্রাপ্ত বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিবেচ্য ডিসেম্বর, ২০২৪ মাসে ৩০৩৯ টি অভিযানের মাধ্যমে ২১৩ টি মামলায় মাদকদ্রব্যসহ বিভিন্ন প্রকার চোরাই পণ্য আটক করা হয়, আটক পণ্য শুল্ক গুদামে জমা হয়েছে এমন মামলার সংখ্যা ১৩৪ টি, আটক ব্যক্তির সংখ্যা ৪৮ জন এবং আটক ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট মামলার সংখ্যা ৪৩ টি। নভেম্বর, ২০২৪ মাসে ২৬৫৩ টি অভিযানের মাধ্যমে ২২২ টি মামলায় মাদকদ্রব্যসহ বিভিন্ন প্রকার চোরাই পণ্য আটক করা হয়, আটক পণ্য শুল্ক গুদামে জমা হয়েছে এমন মামলার সংখ্যা ১২৫ টি, আটক ব্যক্তির সংখ্যা ৬২ জন এবং আটক ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট মামলার সংখ্যা ৫৩ টি। নভেম্বর, ২০২৪ মাসের তুলনায় বিবেচ্য ডিসেম্বর, ২০২৪ মাসে পরিচালিত অভিযানের সংখ্যা ৩৮৬ টি বৃদ্ধি, আটক মামলার সংখ্যা ০৯ টি হ্রাস, আটক পণ্য শুল্ক গুদামে জমা হয়েছে এমন মামলার সংখ্যা ০৯ টি বৃদ্ধি, আটক ব্যক্তির সংখ্যা ১৪ জন হ্রাস এবং আটক ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট মামলার সংখ্যা ১০ টি হ্রাস পেয়েছে। সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিযানের সংখ্যা বৃদ্ধি করার অনুরোধ জানান।	চোরাচালান প্রতিরোধ কার্যক্রমকে জোরদার করার লক্ষ্যে স্থল ও নৌ পথে পেট্রোল অভিযান পরিচালনা অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১. পুলিশ সুপার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ২. অধিনায়ক, ৬০ বিজিবি, সুলতানপুর/২৫ বিজিবি, সরাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ৩. বিভাগীয় কর্মকর্তা, কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ৪. সুপারিনটেন্ডেন্ট, স্থল শুল্ক স্টেশন, আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ৫. সহকারী পরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ৬. অফিসার ইন-চার্জ, আখাউড়া রেলওয়ে থানা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
২.	চোরাচালান প্রতিরোধের জন্য CHECK POST-এ তল্লাশি ও আটক (SEIZURE) মামলা সংক্রান্ত তথ্য পর্যালোচনা: জেলার চোরাচালান প্রতিরোধ কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সংস্থা/দপ্তরসমূহের নিকট থেকে প্রাপ্ত বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায়, বিবেচ্য ডিসেম্বর, ২০২৪ মাসে ৩৯৯ টি চেকপোস্টে ৩৮২৯ টি যানবাহনে তল্লাশির মাধ্যমে আটক মামলার সংখ্যা ৬৬ টি, আটক পণ্য শুল্ক গুদামে জমা হয়েছে এমন মামলার সংখ্যা নেই, আটক ব্যক্তির সংখ্যা ৭৪ জন এবং আটক ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট মামলার সংখ্যা ৬৬ টি। নভেম্বর, ২০২৪ মাসে ২৯৮ টি চেকপোস্টে ৩০৬২ টি যানবাহনে তল্লাশির মাধ্যমে আটক মামলার সংখ্যা ৭০ টি, আটক পণ্য শুল্ক গুদামে জমা হয়েছে এমন মামলার সংখ্যা নেই, আটক ব্যক্তির সংখ্যা ৯৬ জন এবং আটক ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট মামলার সংখ্যা ৭০ টি। গত নভেম্বর, ২০২৪ মাসের তুলনায় বিবেচ্য ডিসেম্বর, ২০২৪ মাসে চেকপোস্টের সংখ্যা ১০১ টি বৃদ্ধি, তল্লাশিকৃত যানবাহনের সংখ্যা ৭৬৭ টি বৃদ্ধি, আটক মামলার সংখ্যা ০৪ টি হ্রাস, আটক পণ্য শুল্ক গুদামে জমা হয়েছে এমন মামলা নেই, আটক ব্যক্তির সংখ্যা ২২ জন হ্রাস এবং আটক ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট মামলার সংখ্যা ০৪ টি হ্রাস পেয়েছে। সভাপতি সকলকে অভিযানের সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য অনুরোধ জানান।	মাদকের বিস্তার রোধ ও সকল ধরণের পণ্যের চোরাচালান প্রতিরোধে চেকপোস্টে তল্লাশি অভিযান অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১. পুলিশ সুপার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ২. অধিনায়ক, ৬০ বিজিবি, সুলতানপুর/২৫ বিজিবি, সরাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ৩. বিভাগীয় কর্মকর্তা, কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ৪. সুপারিনটেন্ডেন্ট, স্থল শুল্ক স্টেশন, আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ৫. সহকারী পরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ৬. অফিসার ইন-চার্জ, আখাউড়া রেলওয়ে থানা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
৩.	আবাসিক স্থান/ব্যবসা স্থান/গুদাম ইত্যাদিতে পরিচালিত RAID-এর সংখ্যা ও আটক (SEIZURE) মামলা সংক্রান্ত তথ্য পর্যালোচনা: জেলার চোরাচালান বিরোধী কার্যক্রম পরিচালনার সাথে সংশ্লিষ্ট সংস্থা/দপ্তরসমূহের নিকট থেকে প্রাপ্ত বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায়, বিবেচ্য ডিসেম্বর, ২০২৪ মাসে আবাসিক স্থানে রেইডের সংখ্যা ১১০ টি, ব্যবসা স্থানে ৮৬ টি, গুদামে ৯৩ টি	মাদক পাচার ও সেবন বন্ধসহ সকল ধরণের চোরাচালান প্রতিরোধ কার্যক্রমকে কার্যকর ও গতিশীল করার লক্ষ্যে আবাসিক স্থান/ব্যবসা স্থান/গুদাম ইত্যাদিতে রেইড (Raid) পরিচালনা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিশেষ করে সীমান্তবর্তী	১. পুলিশ সুপার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ২. অধিনায়ক, ৬০ বিজিবি, সুলতানপুর/২৫ বিজিবি, সরাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ৩. বিভাগীয় কর্মকর্তা, কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট

	রেইডসহ মোট রেইড এর সংখ্যা ২৮৯ টি, আটক মামলার সংখ্যা ৪৮ টি, আটক পণ্য শুল্ক গুদামে জমা হয়েছে এমন মামলা নেই, আটক ব্যক্তির সংখ্যা ৫১ জন, আটক ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট মামলার সংখ্যা ৪৮ টি। নভেম্বর, ২০২৪ মাসে আবাসিক স্থানে রেইডের সংখ্যা ১৪১ টি, ব্যবসা স্থানে ৯৫ টি, গুদামে ১০৫ টি রেইডসহ মোট রেইড এর সংখ্যা ৩৪১ টি, আটক মামলার সংখ্যা ৭০ টি, আটক পণ্য শুল্ক গুদামে জমা হয়েছে এমন মামলা নেই, আটক ব্যক্তির সংখ্যা ৮১ জন, আটক ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট মামলার সংখ্যা ৭০ টি। গত নভেম্বর, ২০২৪ মাসের তুলনায় বিবেচ্য ডিসেম্বর, ২০২৪ মাসে আবাসিক স্থানে রেইডের সংখ্যা ৩১ টি হ্রাস, ব্যবসা স্থানে রেইডের সংখ্যা ০৯ টি হ্রাস, গুদামে রেইডের সংখ্যা ১২ টি বৃদ্ধিসহ মোট রেইডের সংখ্যা ৫২ টি হ্রাস পেয়েছে, আটক মামলার সংখ্যা ৫২ টি হ্রাস, আটক পণ্য শুল্ক গুদামে জমা হয়েছে এমন মামলার সংখ্যা নেই, আটক ব্যক্তির সংখ্যা ৩০ জন হ্রাস, আটক ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট মামলার সংখ্যা ২২ টি হ্রাস পেয়েছে। সভাপতি চোরাচালান প্রতিরোধ কার্যক্রমকে কার্যকর ও গতিশীল করার লক্ষ্যে রেইড পরিচালনা বৃদ্ধি করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানান।	০৩টি উপজেলায় রেইড কার্যক্রম পরিচালনা জোরদারকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	বিভাগ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ৪. সুপারিনটেন্ডেন্ট, স্থল শুল্ক স্টেশন, আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ৫. সহকারী পরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ৬. অফিসার ইন-চার্জ, আখাউড়া রেলওয়ে থানা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
৪.	চোরাচালান প্রতিরোধে পরিচালিত (সকল ধরণের) অভিযান ও আটক (Seizure) মামলা সংক্রান্ত তথ্য পর্যালোচনা: জেলার চোরাচালান প্রতিরোধ কার্যক্রম সম্পর্কিত সংস্থা/দপ্তর/বিভাগসমূহ থেকে প্রাপ্ত বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায়, বিবেচ্য ডিসেম্বর, ২০২৪ মাসে ৩৬৫২ টি অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে ৩২০ টি আটক মামলায় গাঁজা, ফেন্সিডিল, ইস্কাফসহ বিভিন্ন মাদকদ্রব্য আটক করা হয়। আটক ব্যক্তির সংখ্যা ১৮০ জন এবং আটক ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট মামলার সংখ্যা ১৫৭ টি। নভেম্বর, ২০২৪ মাসে ৩৬৪৫ টি অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে ৩৭৫ টি আটক মামলায় গাঁজা, ফেন্সিডিল, ইস্কাফসহ বিভিন্ন মাদকদ্রব্য আটক করা হয়। আটক ব্যক্তির সংখ্যা ২৫১ জন এবং আটক ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট মামলার সংখ্যা ১৯২ টি। গত নভেম্বর, ২০২৪ মাসের তুলনায় বিবেচ্য ডিসেম্বর, ২০২৪ মাসে পরিচালিত অভিযানের সংখ্যা ০৭ টি বৃদ্ধি, আটক মামলার সংখ্যা ৫৫ টি হ্রাস, আটক ব্যক্তির সংখ্যা ৭১ জন হ্রাস, আটক ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট মামলার সংখ্যা ৩৫ টি হ্রাস পেয়েছে। সভাপতি চোরাচালান প্রতিরোধে পরিচালিত অভিযানের সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানান।	মাদক নির্মূল ও চোরাচালান প্রতিরোধ কার্যক্রমকে গতিশীল রাখার লক্ষ্যে সকল ধরণের অভিযান পরিচালনা অব্যাহত রাখা এবং টাস্কফোর্সের মাধ্যমে পরিচালিত অভিযানের সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১. পুলিশ সুপার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ২. অধিনায়ক, ৬০ বিজিবি, সুলতানপুর/২৫ বিজিবি, সরাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ৩. বিভাগীয় কর্মকর্তা, কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ৪. সুপারিনটেন্ডেন্ট, স্থল শুল্ক স্টেশন, আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ৫. সহকারী পরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ৬. অফিসার ইন-চার্জ, আখাউড়া রেলওয়ে থানা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
৫.	সীমান্তবর্তী উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সভা অনুষ্ঠান এবং সচেতনতামূলক কর্মকান্ড সংক্রান্ত: সীমান্তবর্তী উপজেলাসমূহ হতে প্রাপ্ত মাসিক বিবরণী অনুযায়ী দেখা যায় যে, বিবেচ্য ডিসেম্বর, ২০২৪ মাসে ০৩টি সীমান্তবর্তী উপজেলায় ০৩টি এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে ০৩টি উপজেলার ১০টি ইউনিয়নের মধ্যে সব কয়টি ইউনিয়নে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সীমান্তবর্তী সকল উপজেলা ও ইউনিয়নে চোরাচালান প্রতিরোধ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হওয়ায় সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকলকে	১. সীমান্তবর্তী উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে চোরাচালান প্রতিরোধ কমিটির সভা নিয়মিত আয়োজন এবং সভায় বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে আমন্ত্রণ জানানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বিজয়নগর/আখাউড়া/কসবা ব্রাহ্মণবাড়িয়া

	ধন্যবাদ জানান। এছাড়া, বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে সভায় আমন্ত্রণের মাধ্যমে উপস্থিতি নিশ্চিত করার অনুরোধ জানান। একই সাথে সভাপতি বলেন, সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করাসহ বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণের অনুরোধ জানান।	২. সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করাসহ বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	
৬.	বিজ্ঞ পিপি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া বলেন, সীমান্তবর্তী উপজেলায় নির্দিষ্ট কিছু লোক/পরিবার আছে, যারা মাদক ব্যবসা এবং মাদক পাচারের সাথে জড়িত। তাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করার অনুরোধ জানান।	সীমান্তবর্তী উপজেলায় যে সকল চিহ্নিত লোক/পরিবার মাদক ব্যবসা এবং মাদক পাচারের সাথে জড়িত, তাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	জেলা চোরাচালান নিরোধ টাস্কফোর্স কমিটির সকল সদস্য
৭.	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া বলেন, কসবা উপজেলায় মাদকদ্রব্য মূলত নয়নপুর বাজার দিয়ে পাচার করা হয়। এ কারণে তিনি নয়নপুর বাজারে একটি যৌথ বাহিনীর চেকপোস্ট স্থাপনের অনুরোধ জানান।	নয়নপুর বাজারে একটি যৌথ বাহিনীর চেকপোস্ট স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১. পুলিশ সুপার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ২. অধিনায়ক, ৬০ বিজিবি, সুলতানপুর/২৫ বিজিজি, সরাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ৩. কোম্পানি কমান্ডার, সিপিসি-১, র‍্যাব-৯, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ৪. জেলা কমান্ড্যান্ট, জেলা আনসার ও ভিডিপির কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ৫. সহকারী পরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
৮.	জেলা কমান্ড্যান্ট, জেলা আনসার ও ভিডিপির কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া বলেন, মাদক পাচারের তথ্য প্রদানকারী ব্যক্তির তথ্য গোপন রাখা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। এতে মাদক পাচারের বিষয়ে তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করতে অনেকেই এগিয়ে আসবে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।	মাদক পাচারের তথ্য প্রদানকারী ব্যক্তির তথ্য গোপন রাখা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	জেলা চোরাচালান নিরোধ টাস্কফোর্স কমিটির সকল সদস্য
৯.	বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে মাদকবিরোধী টাস্কফোর্স অভিযান পরিচালনা করার জন্য সহকারী পরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ব্রাহ্মণবাড়িয়াকে অনুরোধ করেন।	বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে মাদকবিরোধী টাস্কফোর্স অভিযান পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১. পুলিশ সুপার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ২. বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ৩. বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট (সকল), ব্রাহ্মণবাড়িয়া ৪. সহকারী পরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
১০.	প্রতিনিধি, ৬০ বিজিবি, সুলতানপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া বলেন, বর্তমানে অনেক শিক্ষিত যুবক শ্রেণি মাদকাসক্ত হয়ে পড়ছে, যা খুবই দু:খজনক এবং উদ্বেগের কারণ। এ বিষয়ে পারিবারিকভাবে সন্তানদেরকে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদেরকে মাদকের কুফল সম্পর্কে সচেতন করে তোলার উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানান।	শিক্ষিত যুবক শ্রেণিকে মাদকাসক্তির আগ্রাসন থেকে রক্ষা করতে পারিবারিকভাবে সন্তানদেরকে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদেরকে মাদকের কুফল সম্পর্কে সচেতন করে তোলার উদ্যোগ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	জেলা চোরাচালান নিরোধ টাস্কফোর্স কমিটির সকল সদস্য

১১.	পুলিশ সুপার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া বলেন, মাদকের বিস্তার রোধে সমন্বিত প্রচেষ্টার বিকল্প নেই। মাদকদ্রব্য জব্দ করার লক্ষ্যে এবং মাদক ব্যবসায়ীদের আটক করতে পুলিশের অভিযান বৃদ্ধি করা হবে। মাদক উদ্ধার কার্যক্রমে ঘটনাস্থলে পুলিশের উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য সকল আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে অনুরোধ জানান।	১. মাদকের বিস্তার রোধে সমন্বিতভাবে কাজ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২. মাদকদ্রব্য জব্দ করার লক্ষ্যে এবং মাদক ব্যবসায়ীদের আটক করতে পুলিশের অভিযান বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৩.মাদক উদ্ধার কার্যক্রমে ঘটনাস্থলে পুলিশের উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য সকল আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে অনুরোধ জানান।	জেলা চোরাচালান নিরোধ টাস্কফোর্স কমিটির সকল সদস্য
১২.	সভাপতি ও বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য সহনশীল পর্যায়ে রাখতে বাজার মনিটরিং কমিটির কার্যক্রম গতিশীল করাসহ সকল এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, কৃষি বিপণন অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়মিত বাজার মনিটরিং করার অনুরোধ জানান। টাস্কফোর্স অভিযানে উদ্ধারকৃত পচনশীল পণ্য দ্রুত নিলামের মাধ্যমে বিক্রি/বাজারে সরবরাহের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানান। একই সাথে, মাদক ও চোরাচালান প্রতিরোধে সীমান্তসহ জেলার সর্বত্র টাস্কফোর্স অভিযান বৃদ্ধি করতে সকলকে অনুরোধ জানান। সর্বোপরি জেলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং চোরাচালান ও মাদক পাচার প্রতিরোধে সকল আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, দপ্তর ও সংস্থাকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার অনুরোধ জানান।	১. বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য সহনশীল পর্যায়ে রাখতে বাজার মনিটরিং কমিটির কার্যক্রম গতিশীল করাসহ সকল এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, কৃষি বিপণন অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়মিত বাজার মনিটরিং করার অনুরোধের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২. টাস্কফোর্স অভিযানে উদ্ধারকৃত পচনশীল পণ্য দ্রুত নিলামের মাধ্যমে বিক্রি/বাজারে সরবরাহের উদ্যোগ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৩. মাদক ও চোরাচালান প্রতিরোধে সীমান্তসহ জেলার সর্বত্র টাস্কফোর্স অভিযান বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৪. জেলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং চোরাচালান ও মাদক পাচার প্রতিরোধে সকল আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, দপ্তর ও সংস্থাকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	জেলা চোরাচালান নিরোধ টাস্কফোর্স কমিটির সকল সদস্য

সভাপতি আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোহাম্মদ দিদারুল আলম
জেলা ম্যাজিস্ট্রেট
ও
সভাপতি
জেলা চোরাচালান নিরোধ টাস্কফোর্স কমিটি
ব্রাহ্মণবাড়িয়া
☎ ০২-৩৩৪৪২৭৭১২
ই-মেইল: dcbrahmanbaria@mopa.gov.bd

নম্বর: ০৫.৪২.১২০০.০১৪.১৬.০১৬.২৪- ৭৭৮

তারিখ: ১২ মাঘ ১৪৩১ / ২৫ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রি.

বিতরণ: জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়

১. সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম
৩. পুলিশ সুপার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
৪. অধিনায়ক, ৬০ বিজিবি, সুলতানপুর/২৫ বিজিবি, সরাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
৫. প্রশাসক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌরসভা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
৬. বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
৭. উপপরিচালক, এনএসআই, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
৮. কোম্পানী কমান্ডার, সিপিসি-১, র‍্যাব-৯, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
৯. উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট (সকল), ব্রাহ্মণবাড়িয়া
১০. জেলা কমান্ড্যান্ট, জেলা আনসার ও ভিডিপির কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
১১. বিজ্ঞ পিপি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
১২. বিজ্ঞ স্পেশাল পিপি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
১৩. বিভাগীয় কর্মকর্তা, কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
১৪. সুপারিনটেনডেন্ট, আখাউড়া স্থল শুল্ক স্টেশন, আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
১৫. সহকারী বন সংরক্ষক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
১৬. সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট (সকল), ব্রাহ্মণবাড়িয়া
১৭. সিনিয়র সহকারী কমিশনার/সহকারী কমিশনার ও বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট (সকল), ব্রাহ্মণবাড়িয়া
১৮. অফিসার ইন-চার্জ, সকল থানা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
১৯. প্রোগ্রামার, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, জেলা কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া(বিজ্ঞপ্তিটি ওয়েব পোর্টালে আপলোড করার অনুরোধসহ)
২০. সহকারী পরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
২১. জনাব ....., সদস্য, জেলা চোরাচালান নিরোধ টাস্কফোর্স কমিটি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

২৫/১/২৫

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট
ও
সভাপতি
জেলা চোরাচালান নিরোধ টাস্কফোর্স কমিটি
ব্রাহ্মণবাড়িয়া